দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

সংবাদ ৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাসে একদিন বাড়তি ছুটি ।। জাপানে আতঙ্ক

জাপানের শতাব্দী প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি চমকপ্রদ পরিবর্তন আসছে। এখন থেকে প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা মাসে একটি দিন অতিরিক্ত ছুটি পাবে। এই ছুটি দেয়া হবে শনিবার। কর্মকর্তারা বলছেন, এখন সপ্তাহে ছয় দিন স্কুল হয়। পাঁচ দিনের লক্ষ্য নিয়ে তারা অগ্রসর হচ্ছেন। নতুন ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ কিছুটা কমবে বলে তারা মনে করেন।

মাসে একটি দিন অতিরিক্ত ছুটি— অবসরের জন্য এমন কিছু বাড়তি সময় নিয়ে আসবে না। কিন্তু জাপানীরা কাজ পাগল। আর এ কারণেই সরকারের এ নতুন নীতি সৃষ্টি করেছে নতুন বিতর্কের। অনেকের মধ্যে এমনকি আতংকেরও সৃষ্টি হয়েছে।

বেশ কিছু শিক্ষাবিদ অভিভাবক ও ছাত্র এই নিয়মে খুশি। তারা মনে করেন, এর ফলে তাদের সুবিধা হবে। তবে অন্যরা মনে করেন, এই পদক্ষেপ ছাত্রদের অলস করে ফেলবে। জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হবে এবং শিল্পে প্রতিযোগিতা ব্যাহত হবে।

নিহন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর মিইউকি ওহাশি বলেন, এটা হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক শৌর্য খর্ব করার একটি চক্রান্ত।

কেউ কেউ অবশ্য অতটা ভাবেন না। তাদের সোজা প্রশ্নঃ ছাত্ররা অবসর সময় কাটাবে কি করে? টোকিওর গিনজা জুনিয়র হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র আতসুশি সুমিদা বলল, স্কুলে আসা ছাড়া আমার আর কোন কাজ নেই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় অবশ্য এ বিষয়ে সচেতন। তারা স্থানীয় সরকার, কর্পোরেশন ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান-গুলোকে শনিবারের জন্য আকর্ষণীয় কর্মসূচী প্রণয়ন করার অনুরোধ জানিয়েছে। ডিপার্টমেন্ট স্টোরগুলো ইতোমধ্যেই ছাত্রদের জন্য পর্যটনের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। তারা গল্প বলার আসরেরও আয়োজন করবে। এর মাধ্যমে অবশ্য কিশোর-তরুণদের ক্রেতা হিসেবে পাওয়ার একটি টোপও দেয়া হচ্ছে। শিজুওয়ার একটি মাছ কেন্দ্র তাদের পুকুরে ছাত্রদের সাঁতার কাটতে দেবে। এখানে রয়েছে লোহিত সাগরের ১০ হাজার বাহারী মাছ। ছাত্ররা শনিবারের ছুটির দিনটিতে পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকুক, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এটা চান না।

জাপানের স্কুলগুলো থেকে দক্ষ ও সুশৃংখল কর্মী পাওয়া যায়। এ সুনাম দীর্ঘদিনের। তবে কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এ ব্যবস্থা ছাত্রছাত্রীদের তাদের মধুর শৈশব থেকে বঞ্চিত করছে। তারা যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে।

জাপানের স্কুলগুলোতে বছরে ২৪০ দিন ক্লাস হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর তুলনায় হয় অনেক কম—১৮০ দিন।

জাপানে প্রতিদিন ছ'ঘন্টা করে ক্লাস হয়। শনিবারে অবশ্য হয় ৩–৪ ঘন্টা। এ ছাড়াও কলেজ ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ছাত্ররা সন্ধ্যায় ক্লাস করে। ভাল ক্যারিয়ারের জন্য ভাল কলেজে ভর্তি হতেই হবে, এটা সকলে জানে।

সমালোচকরা বলেন, জাপানে সৃজনশীল চিন্তাভাবনার চেয়ে মুখস্থ বিদ্যাই বেশি গুরুত্ব পায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক মাসামি জেনিয়া বলেন, স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা কঠোর নিয়মে বাঁধা। এতে ছাত্রদের উদ্যম ব্যাহত হয়। ছাত্ররা যাতে নিজেরা চিন্তা করতে ও নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারে তার ওপর জোর দিতে হবে।

ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহ যোগানোর লক্ষ্য থেকেই মাসের একটি শনিবারের ছুটি দেয়া হচ্ছে।

শনিবারের ছুটি খুব যে অবসর নিয়ে আসবে তা সকলে মনে করেন না। কারও কারও অভিযোগ, স্কুলের পাঠক্রম বদলানো দরকার। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় তা উপেক্ষা করছে। এখন প্রতিটি বিষয়ের জন্য বছরের নির্দিষ্ট ঘন্টা বাঁধা আছে। শনিবারে ছুটির কারণে যে সময়টা নষ্ট হবে তা অন্য দিনগুলোতে পুষিয়ে নেয়া হবে। এমনকি খেলাধুলার সময়ও কেড়ে নেয়ার আশংকা রয়েছে। —আইএইচটি